দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ১৬/১২/৭৯
পৃষ্ঠা ... ১ ... ৭

ক্ষুধা জয়ের জন্য খনন

বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় পর্যায়ের ঐতিহাসিক আমূল পরিবর্তনের দ্যোতক কৃষি বিপ্লব বিদেশী পত্রপত্রিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ক্ষুধা জয়ের জন্য খনন

(১ম পৃঃ পর)

খবর বাসসর।

লন্ডনের দি ইকনমিস্টের সাম্প্রতিক সংখ্যায় ক্ষুধা জয়ের জন্য খনন শিরোনামে সবুজ বিপ্লবের লক্ষ্যে বাংলাদেশের উদ্যোগ সম্পর্কে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

নিবন্ধে বলা হয়, ঢাকার ৫৬ মাইল পশ্চিমে কয়েকদিন আগে খাল খননকালে শার্ট খুলে এবং কয়েক ঘনফুট মাটি কেটে প্রেসিডেন্ট জিয়া একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এতে হাজার হাজার বাংলাদেশী তাঁকে অভিনন্দন জানায় এবং ৫০০ মাইল দীর্ঘ খাল খনন পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করে। অতিরিক্ত জমিতে সারা বছর ধরে চাষাবাদ করে ৫ বছরের মধ্যে খাদ্যোৎপাদন দ্বিগুণ করাই এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

প্রেসিডেন্টের এ ঐতিহাসিক বিপ্লবের ডাকের প্রধান উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে সংবাদদাতা লিখেছেন, 'এ ধারণাটি সহজ ও সুন্দর।' বর্তমানে গড়ে দেড় ফসলের পরিবর্তে বছরে তিনটি ফসল উৎপাদন করতে পারলে বাংলাদেশ শুধু তার ক্ষুধার্ত ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে খাওয়াতেই সমর্থ হবে না উপরন্তু কয়েক লাখ টন খাদ্যশস্য রফতানীও করতে পারবে।

বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারে বিশ্বাসী দের মতের প্রতিধ্বনি করে ইকনমিস্টে বলা হয়, যদিও শীগগীরই কোনকিছু করার সম্ভাবনা নেই, তবু যদি সেচ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করা এবং এর পেছনে সুষ্ঠু অবকাঠামোকে ও মূল্য নিশ্চিত করা যায় তাহলে অনেক জমির মালিকই বর্গাদারকে কাজে লাগাতে ও নিজে আবাদ করতে উৎসাহিত হবেন। এর ফলে ক্ষেত-খামারে উৎপাদন আরো বাড়বে বলে সংবাদদাতা তার নিবন্ধে উল্লেখ করেন।

ফিনান্সিয়াল টাইমস

লন্ডন থেকে বাসসর এক খবরে বলা হয়, দি ফিনান্সিয়াল টাইমস বাংলাদেশ সম্পর্কে ৪ পৃষ্ঠার একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছে। এর মুখবন্ধে বলা হয়েছে, জেনারেল জিয়াউর রহমান গত ৪ বছর ধরে বাংলাদেশ শাসন করছেন। তিনি দেশে ও বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে এনেছেন এবং আন্তর্জাতিক শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। কিন্তু দেশে দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জনবিস্ফোরণের সমস্যা রয়েই গেছে। এগুলো মোকাবিলা করার জন্য জিয়া বিপ্লবের পরিকল্পনা করছেন।

এ ক্রোড়পত্রে খাদ্য, পররাষ্ট্র ও বৈদেশিক সাহায্য, লাভের ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ বাংলাদেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে ডেভিড ডাউওয়েল, কেভিন রাফার্টি ও সৈয়দ কামরুদ্দিনের লেখা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।